গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
ভোলা
food.bhola.gov.bd

অভ্যন্তরীণ গম সংগ্রহ ২০২৪ ও অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২৪ মৌসুমে গম, সিদ্ধ চাল ও ধান সংগ্রহ কার্যক্রম সংক্রান্ত ''জেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং'' কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	আরিফুজ্জামান জেলা প্রশাসক, ভোলা ও সভাপতি, জেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি
সভার তারিখ	০৯.০৫.২০২৪ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	জেলা প্রশাসক, ভোলা এঁর অফিস কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক' তে দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য সচিব জানান-

১। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকার ০৬/০৫/২০২৪ খ্রি. তারিখের যথাক্রমে ১৫৬, ১৫৭ ও ১৫৮ নং স্মারকে অভ্যন্তরীণ গম সংগ্রহ ২০২৪ ও অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২৪ এর আওতায় গম, সিদ্ধ চাল ও ধানের উপজেলাওয়ারি নিম্নরূপ সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া গেছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে সরাসরি উপজেলাভিত্তিক গম, সিদ্ধ চাল ও ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বিভাজন করা হয়েছে। বিভাজনকৃত লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ-

অভ্যন্তরীণ গম সংগ্রহ ২০২৪ ও অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২৪ মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে ভোলা জেলার উপজেলাভিত্তিক সংগ্রহতব্য গম, সিদ্ধ চাল ও ধানের লক্ষ্যমাত্রা

ক্র. নং	উপজেলার নাম	লক্ষ্যমাত্রা (মে.টন)			মন্তব্য
		গম	সিদ্ধ চাল	ধান	
০১	ভোলা সদর	৪১৯	৪১৫৯	৬৯৬	
০১	দৌলতখান	১০৪	-	২৩৯	
০৩	বোরহানউদ্দিন	২১২	১০৫	৯৫৫	
০৪	লালমোহন	৪৬	-	১০৩০	
০৫	চরফ্যাশন	৩৩৮	১৭৭৩	২৯৫৭	
০৬	তজুমদ্দিন	৯৩	-	২৩১	
০৭	মনপুরা	০	-	২১	
	মোট=	**১২১২**	**৬০৩৭**	**৬১২৯**	

২। সংগ্রহ মূল্যঃ গম প্রতি কেজি ৩৪/- (চৌত্রিশ), সিদ্ধা চাল প্রতি কেজি ৪৫/- (পঁয়তাল্লিশ) এবং ধান প্রতি কেজি ৩২/- (বত্রিশ) টাকা;

৩। গম, সিদ্ধ চাল ও ধান সংগ্রহের সময়সীমাঃ ০৭/০৫/২০২৪ খ্রি. তারিখ হতে ৩১/০৮/২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত;

৪। মিলারদের সাথে সিদ্ধ চাল সংগ্রহের চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা আগামী ২০/০৫/২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত;

৫। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা-২০১৭ এর সংগ্রহযোগ্য খাদ্যশস্যের বিনির্দেশ (এফ.এ.কিউ) : এ সংক্রান্ত সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী বিনির্দেশ সম্মত গম, সিদ্ধ চাল ও ধান ক্রয় করতে হবে;

৬। মিলারদের প্রদেয় বস্তার জামানত মূল্য ৩০ কেজি ধারণক্ষম বস্তার প্রতিটির জন্য ৫৫.০০ (পঞ্চান্ন) টাকা এবং ৫০ কেজি ধারণক্ষম বস্তার জন্য ৯০/-

(নব্বই) টাকা ধার্য করা হয়েছে;
৭। ভোলা জেলায় প্রাপ্ত বরাদ্দের ৩০% জিংক সমৃদ্ধ ধান (ব্রি-৭৪) সংগ্রহ করতে হবে;
৮। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা-২০১৭ এর ৮ (খ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক কোন উপজেলায় সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাবনা না থাকলে সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতিকে অবহিত রেখে অন্যান্য উপজেলার ক্রয়কেন্দ্রে লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করবেন। আবার, জেলায় যে পরিমাণ ক্রয়ের সম্ভাবনা নেই অথবা আরও যে পরিমাণ ক্রয়ের সম্ভাবনা রয়েছে তা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতিকে অবহিত করে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট সমর্পণ/চাহিদা প্রদান করবেন;
৯। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এর নির্দেশনা মোতাবেক ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা অনুযায়ী সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

সভাপতি বলেন, ভোলা খাদ্যশস্য উৎপাদন উদ্বৃত্ত জেলা। বর্তমানে বাজারে ধানের দাম কিছুটা কম রয়েছে। এ সময় মজুদদারগণ স্বল্প মূল্যে ধান ক্রয় করে বাড়তি মজুত গড়ে তোলার অপচেষ্টা চালাতে পারেন। তাই লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক খাদ্যশস্য সরকার নির্ধারিত বিনির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংগ্রহ সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি ৩০ জুন ২০২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার অন্ততঃ ৭০% গম, সিদ্ধ চাল ও ধান ক্রয় সম্পন্ন করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। কোন ক্রয়কেন্দ্রে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেলে ক্রয়কারী/মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সতর্ক করেন। তিনি আরও বলেন, সংগ্রহের ক্ষেত্রে কৃষি বিভাগ ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সংগ্রহ কার্যক্রম সফল করতে হবে। প্রতিটি উপজেলায় কৃষককে সংগ্রহ বিষয়ে অবহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সদস্য-সচিব বলেন, এ জেলায় ভোলা সদর, দৌলতখান, বোরহানউদ্দিন, তজুমদ্দিন, লালমোহন ও চরফ্যাশন উপজেলায় কৃষকের ধান সরবরাহের ক্ষেত্রে মৌসুম ও ধান সরবরাহজনিত তথ্য মোবাইলের মাধ্যমে কৃষককে অবহিত করা, সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি ব্যবস্থাপনা ও তদারকিজনিত প্রক্রিয়াকে সহজিকরণ এবং পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত পাইলটিং হিসেবে “কৃষকের অ্যাপ” এর মাধ্যমে ধান ক্রয় করা হবে। যে সকল কৃষক নতুন নিবন্ধন করবেন, তাদের ধান বিক্রির আবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়ে যাবে, অপরদকে বিগত মৌসুম/তার পূর্বে যারা নিবন্ধন করেছেন তাদের ধান বিক্রির আবেদন করতে হবে। উপজেলা কৃষি অফিস অ্যাপে প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক অনুমোদন দিবেন। উপজেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি অনলাইন লটারির মাধ্যমে কৃষক নির্বাচন করবেন। এছাড়া মনপুরা উপজেলায় ধান সংগ্রহের ক্ষেত্রে উপজেলা কৃষি বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত কৃষকদের তালিকা হতে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি লটারির মাধ্যমে কৃষক নির্বাচন করে নির্বাচিত কৃষকের তালিকা সংশ্লিষ্ট সংগ্রহ কেন্দ্রে প্রেরণ করবেন। উক্ত নির্বাচিত কৃষক তালিকা হতে কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করা হবে। গম ক্রয়ের ক্ষেত্রে সকল উপজেলায় উপজেলা কৃষি বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত কৃষকদের তালিকা হতে গম সংগ্রহ করতে হবে। সভাপতি প্রকৃত কৃষকদের নিকট হতে গম ও ধান ক্রয় নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করেন। সে লক্ষ্যে কৃষি বিভাগকে তাদের তালিকা যাচাই করে প্রকৃত কৃষক নির্ধারণ করতে এবং উপজেলা সংগ্রহ কমিটিকে কৃষি বিভাগের যাচাইকৃত তালিকা হতে কৃষক নির্বাচন করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।

চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে চালকলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা অনুযায়ী প্রাপ্ত বরাদ্দ মিল অনুযায়ী বিভাজন করা হয় মর্মে সদস্য সচিব জানান এবং মিলভিত্তিক বিভাজন প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি কোন অবস্থাতেই যাতে ক্রয়কেন্দ্রসমূহে বিনির্দেশ বহির্ভূত কোন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা না হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে নির্দেশনা প্রদান করেন। ক্রয়কেন্দ্রসমূহ লক্ষ্যমাত্রার নির্ধারিত বিনির্দেশ সম্মত গম ধান ও চাল সংগ্রহে ব্যর্থ হলে প্রাপ্ত বরাদ্দ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করা যেতে পারে। ক্রয়কারী কর্মকর্তা কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড/জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত কৃষকদের সনাক্ত করবেন। তালিকা বহির্ভূত কারো নিকট হতে ধান ক্রয় করা যাবে না। সংগ্রহ অভিযান সফল করার লক্ষ্যে সংগ্রহকালীন সময়ে জেলা ও উপজেলা সংগ্রহ কমিটির সদস্যগণকে ক্রয়কেন্দ্রসমূহ (এলএসডি) পরিদর্শন করে সংগ্রহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দানের জন্য সদস্য-সচিব সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে অনুরোধ করেন। কৃষক তার গম ও ধানের বিনির্দেশ সঠিক রয়েছে কিনা সে বিষয়ে এলএসডিতে গম ও ধান নেয়ার পূর্বেই যাতে নিশ্চিত হতে পারে এবং ধান এলএসডিতে নিয়ে যাতে ভোগান্তির স্বীকার না হন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি এলএসডির আর্দ্রতামাপক যন্ত্র এবং কৃষি বিভাগের আর্দ্রতামাপক যন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় করার জন্যও নির্দেশনা প্রদান করেন। কৃষকদের সরকারি খাদ্য গুদামে ধান সরবরাহে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এবং এ্যাপস্ এর মাধ্যমে কৃষক নিবন্ধন সম্পন্ন করার জন্য উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদানে জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সদস্যগণ উপ-পরিচালক, কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করেন। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ভোলা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের উদ্দেশ্যে সার্বিক সহযোগীতা প্রদানের আশ্বাস দেন এবং ইতিমধ্যে মাঠ পর্যায়ে এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে মর্মে জানান। সভাপতি সদস্য-সচিবকে সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা যথাসময়ে অর্জনের জন্য ‘সংগ্রহ পরিকল্পনা’ প্রণয়নের নির্দেশ দেন এবং উপজেলা সংগ্রহ কমিটিকে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য এবং উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয়কে অবহিত রেখে সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন।

বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

<u>সিদ্ধান্তসমূহঃ</u>

১। সদস্য-সচিব কর্তৃক সভায় উপস্থাপিত ভোলা সদর উপজেলাস্থ তাসনীম এগ্রো এন্ড অটো রাইস মিলের অনুকূলে ২০২৬.৯৮০ মে. টন, এম. আলম অটো রাইস মিলের অনুকূলে ২০২৭.০২০ মে. টন ও মেসার্স মহসিন রাইস মিলের অনুকূলে ১০৫.০০০ মে. টন, বোরহানউদ্দিন উপজেলাস্থ মেসার্স জিয়া হাস্কিং রাইস মিলের অনুকূলে ১০৫.০০০ মে. টন ও চরফ্যাশন উপজেলাস্থ ভোলা অটো রাইস মিলস্ লি. এর অনুকূলে ১৭৭৩.০০০ মে. টন (সর্বমোট ৬০৩৭ মে.টন) অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২৪ সিদ্ধ চালের বরাদ্দ বিভাজন সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হলো।

২। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা,২০১৭ এর অনুচ্ছেদ ১০ এর (চ) ও (ছ) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী কোন মিল মালিক বিভাজিত চাল চুক্তি করতে কিংবা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে বা সম্পাদিত চুক্তি বাতিল হলে সে সব মিলের অনুকূলে বরাদ্দকৃত নির্ধারিত পরিমাণ চাল যে সকল মিলার চুক্তির সমূদয় চাল আগে সরবরাহ করবেন তাদের মধ্য থেকে আগ্রহীদের অনুকূলে পুন: বরাদ্দ প্রদান করে চাল সংগ্রহ করতে হবে। কোন উপজেলায় আগ্রহী মিলার না পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে সেই উপজেলার বরাদ্দ অন্য উপজেলার মিলারদের মধ্যে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সমন্বয় করতে পারবেন।

৩। স্থানীয় প্রশাসন, কৃষি বিভাগ ও জনপ্রতিনিধিদের সহযোগীতায় প্রতিটি উপজেলায় কৃষকের নিকট হতে গম ও ধান সংগ্রহ বিষয়ে অবহিত করার জন্য ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। প্রকৃত কৃষকদের কাছ থেকে গম ও ধান ক্রয় করতে হবে।

৫। কৃষি বিভাগ তাদের তালিকা যাচাই করে প্রকৃত কৃষক নির্ধারণ করবেন এবং উপজেলা সংগ্রহ কমিটি কৃষি বিভাগের যাচাইকৃত তালিকা মোতাবেক কৃষক নির্বাচন করবেন।

৬। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ খ্রি. এর ০৮ অনুচ্ছেদ মোতাবেক কোন উপজেলায় সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাবনা না থাকলে, সেক্ষেত্রে সংগ্রহের স্বার্থে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জেলার অন্য উপজেলার ক্রয়কেন্দ্রসমূহের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করে সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

৭। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এর নির্দেশনা এবং পরবর্তীতে জারিকৃত সকল নির্দেশনা মোতাবেক শতভাগ বিনির্দেশ সম্মত গম, সিদ্ধ চাল ও ধান সংগ্রহ করতে হবে এবং সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা যথাসময়ে অর্জনের জন্য 'সংগ্রহ কর্মপরিকল্পনা' প্রণয়ন করতে হবে।

৮। জেলায় পরবর্তীতে গম, ধান ও চালের অতিরিক্ত/বিশেষ/পুনঃবরাদ্দ পাওয়া গেলে সদস্য সচিব সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন।

৯। যদি জেলায় লক্ষ্যমাত্রার নির্ধারিত গম, সিদ্ধ চাল ও ধান ক্রয়ের সম্ভাবনা না থাকে অথবা অতিরিক্ত পরিমাণ ক্রয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় তাহলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট যথাক্রমে সমর্পণ অথবা চাহিদা প্রদান করবেন।

১০। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এর নির্দেশনা মোতাবেক জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সদস্য সচিব) সংগ্রহ কমিটির সভাপতির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

১১। পরবর্তীকালে খাদ্য মন্ত্রণালয়/খাদ্য অধিদপ্তর হতে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ সংক্রান্ত যে কোন নির্দেশনা প্রদান করা হলে তদানুযায়ী সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

১২। চুক্তি সম্পাদনকারী হাস্কিং চালকলের চাল সর্টিং (Sorting) করে গুদামে সরবরাহ করতে হবে;

১৩। বোরো চাল সংগ্রহের আওতায় মিলারকে প্রদত্ত নিয়মিত বরাদ্দ হতে জিংক সমৃদ্ধ চাল সংগ্রহ করা যাবে। সেক্ষেত্রে জিংক সমৃদ্ধ চাল পৃথকভাবে খামালজাত করতে হবে;

১৪। এ জেলায় কমপক্ষে ৩০% জিংক সমৃদ্ধ ধান (ব্রি-৭৪) সংগ্রহ করতে হবে;

১৫। স্ব-স্ব উপজেলার গম, সিদ্ধ চাল ও ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৬। উপজেলা সংগ্রহ কমিটি স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য এবং উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয়কে অবহিত রেখে সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

পরিশেষে বিনির্দেশ সম্মত গম, সিদ্ধ চাল ও ধান ক্রয় করে সংগ্রহ কার্যক্রম সফল করার জন্য সভাপতি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১১-০৫-২০২৪
আরিফুজ্জামান
জেলা প্রশাসক, ভোলা ও সভাপতি, জেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি

তারিখ: ২৮ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১১ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ১৩.০১.০৯০০.০০১.৪৫.০০১.২৪.৭৮৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মাননীয় সংসদ সদস্য, নির্বাচনী এলাকা, ভোলা- ১, ২, ৩, ৪ ও উপদেষ্টা, জেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, ভোলা;

২। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা;

৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা;

৪। পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর;

৫। জেলা প্রশাসক, ভোলা ও সভাপতি, অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, ভোলা;

৬। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বরিশাল;

৭। প্যানেল চেয়ারম্যান (১), জেলা পরিষদ, ভোলা;

৮। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ভোলা সদর, ভোলা;

৯। উপপরিচালক, উপপরিচালকের দপ্তর, উপপরিচালক এর কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ভোলা;

১০। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, ভোলা;

১১। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), জেলা শিক্ষা অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস, ভোলা;

১২। তথ্য অফিসার, তথ্য অফিসারের দপ্তর, জেলা তথ্য অফিস, ভোলা;

১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভোলা সদর/দৌলতখান/বোরহানউদ্দিন/তজুমদ্দিন/লালমোহন/চরফ্যাশন/মনপুরা, ভোলা;

১৪। উপজেলা কৃষি অফিসার, ভোলা সদর/দৌলতখান/বোরহানউদ্দিন/তজুমদ্দিন/লালমোহন/চরফ্যাশন/মনপুরা, ভোলা;

১৫। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ভোলা সদর/দৌলতখান/বোরহানউদ্দিন/তজুমদ্দিন/লালমোহন/চরফ্যাশন/মনপুরা;

১৬। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ভোলা সদর/দৌলতখান/বোরহানউদ্দিন/তজুমদ্দিন/লালমোহন/চরফ্যাশন/চরশশীভূষণ/মনপুরা এলএসডি;

১৭। খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিযন্ত্রকের কার্যালয়, ভোলা সদর/দৌলতখান/বোরহানউদ্দিন/তজুমদ্দিন/লালমোহন/ চরফ্যাশন/মনপুরা, ভোলা এবং

১৮। অফিস কপি।

১১-০৫-২০২৪
সন্দীপ কুমার দাশ
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), ভোলা ও সদস্য সচিব,
জেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, ভোলা